Cosmo School

**শ্রেণি: নবম ও দশম**

**বিষয়: বাংলা ১ম পত্র (সহপাঠ: নাটক)**

**পটভূমি**

বহিপীর নাটকটি উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্নের পটভূমিতে লেখা।নাটকে দেখা যায়, জমিদার হাশেম আলি সূর্যাস্ত আইনে জমিদারী হারাতে বসেছেন। (নির্ধারিত তারিখে সরকারি রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে ভূমি নিলামে বিক্রয় করে বকেয়া আদায় করা হবে বলে একটি কঠোর আইন প্রণীত হয়, এ আইনকে সাধারণভাবে সূর্যাস্ত আইন বলা হয়। সূর্যাস্ত আইন প্রচলন করেন লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে আর এ আইনে জমিদারী হারাতে থাকেন অনেক জমিদার। ---বাংলাপিডিয়া ।)

সে সময়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জেঁকে বসা পীরপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার ফুটে উঠেছে এ নাটকে। পীরসাহেবকে ধনী গরিব সবাই অসম্ভব ভয় করে। গ্রামের সাধারণ মানুষ পীরকে পেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ধন সম্পদ এমনকি নিজের কন্যাকেও দান করে দেয়। এ নাটকটি শেষ পর্যন্ত আলোর পথ দেখায় ও এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয়।

বহিপীর নামটির একটি প্রতীকী তাৎপর্যও রয়েছে। মূলত মুসলমান সমাজে পীরপ্রথার সৃষ্টি হয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় বইয়ের পাতা থেকে। মূলত ইসলাম ধর্মের সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্র ধরেই পীর সমাজের সৃষ্টি। সে হিসেবে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও মাসায়েল বইয়ের পাতা থেকে মানুষের সংস্কারকে পুঁজি করে ছড়িয়ে পড়া পীরপ্রথাকে তুলে ধরতে বহিপীর নামটি সার্থক।

চরিত্রসমূহ

**বহিপীর:** বহিপীর নাটকের কেন্দ্রীয় ও নাম চরিত্র, বাড়ি উত্তরের সুনামগঞ্জ। সাধারণ কথ্য ভাষা তাঁর কাছে অপবিত্র হওয়ায় তিনি বহি বা বইয়ের ভাষায় কথা বলেন, এজন্য তাঁর নাম বহিপীর। নাটকে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান লোক। চৌদ্দ বছর আগে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর মুরিদের কন্যা তাহেরাকে বিয়ে করেন। নাটকে তাঁর ধূর্তবুদ্ধি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

**তাহেরা:** তাহেরা নাটকের গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। মাতৃহীন তাহেরাকে তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা আর সৎমা বৃদ্ধ বহিপীরের সাথে বিয়ে দেন নেকির আশায়। কিন্তু তাহেরা এ বিয়ে মেনে নিতে না পেরে চাচাত ভাইকে সাথে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং পরে একা হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। নাটকে তাহেরা অনমনীয় ও মানবিক চরিত্র। তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক বলা যায়।

**হাশেম আলি:** নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নাটকে বহিপীর খলনায়ক হলে হাশেম হলো নায়ক। জমিদারপুত্র হাশেম ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র।

**হাতেম আলি:** হাতেম আলি রেশমপুরের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ায় তার জমিদারী সূর্যাস্ত আইনে নিলামে উঠেছে। জমিদারী রক্ষার জন্য বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইতে চিকিৎসার বাহানায় শহরে আসেন। বহিপীর তার অসহায়ত্বের সুযোগ নেন। কিন্তু হাতেম আলি বহিপীরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দেন।

**খোদেজা বেগম:** জমিদারগিন্নি খোদেজা বেগম সাদামাটা ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি চরিত্র। নাটকে তিনি অচেনা অসহায় মেয়ে তাহেরাকে আশ্রয় দিয়েছেন, মেয়েটির দুঃখের কাহিনী জেনে ব্যথিত হয়েছেন। আবার মেয়েটি পীরের পালিয়ে আসা স্ত্রী জেনে তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। উপলব্ধি করেছেন তাহেরার এ বিষয়টি অন্যায়, কিন্তু পীরের অভিশাপের ভয়ে চুপ থেকেছেন। ছেলে হাশেম আর বহিপীর মুখোমুখি অবস্থান নিলে পীরের পক্ষ নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চেয়েছেন, কিন্তু ছেলেকেও শক্তভাবে দমন করতে পারেন নি। খোদেজার মধ্যে চিরায়ত মায়ের প্রতিমূর্তি ফুটে উঠেছে।

**হকিকুল্লাহ:** হকিকুল্লাহ পীরের ধামাধরা ব্যক্তিত্বহীন একটি চরিত্র। সে বহিপীরের সহকারী। নাটকে সে পীরের আজ্ঞা পালন করেই চলেছে।